



5219 - বিভিন্ন বার্ষিকীতে অংশগ্রহণ করার শরয়ি বিধান

প্রশ্ন

বিভিন্ন বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার শরয়ি বিধান কী? যমেন- বশ্বি পরবার দবিস, বশ্বি প্রতবিন্দী দবিস, আন্তর্জাতিক প্রবীণ বছর। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যমেন- মরোজ দবিস পালন, মলিাদুনবী বা নবীর জন্মবার্ষিকী কথিবা হজিরত বার্ষিকী পালন করার হুকুম ক। অর্থাৎ এ উপলক্ষে মানুষকে ওয়াজ-নসহিত করার উদ্দেশ্যে কছু প্রচারপত্র প্রস্তুত করা, আলোচনা সভা বা ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করা ইত্যাদি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। আমার কাছে যা অগ্রগণ্য তা হচ্ছে- যে দবিসগুলো বা সমাবেশগুলো প্রতবিহর ঘুরে ঘুরে আসে সেগুলো বদিআতী ঈদ বা নবপ্রচলতি উৎসব। এগুলো ইসলাম শরিয়তে নব-সংযোজন; যগুলোর পক্ষে আল্লাহ তাআলা কোন দলিল-প্রমাণ নাযলি করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা নব-প্রচলতি বিষয়গুলো থেকে বঁচে থাকবে। কারণ প্রতিটি অভিনব বিষয়— বদিআত। আর প্রতিটি বদিআত হচ্ছে— ভ্রান্তি।” [মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তরিমযি] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলছেন: “প্রতিটি কওমের ঈদ (উৎসব) আছে। এটি আমাদের ঈদ।” [সহি বুখারি ও সহি মুসলিম]

ইবনে তাইমিয়া প্রণীত “ইকতাদিউস সরাতিল মুস্তাকমি লি মুখালফাতি আসহাবলি জাহমি” নামক গ্রন্থে ইসলামী শরিয়তে ভিত্তি নই এমন নবপ্রচলতি ঈদ-উৎসব পালনের নিন্দাসূচক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এ ধরনের বদিআতের প্রচলনে দ্বীনকে ক্ষতি হয় তা সকল মানুষ জানে না; বরং অধিকাংশ মানুষ-ই জানে না। বিশেষতঃ এ ধরনের বদিআত যদি শরিয়ত অনুমোদিত কোন ইবাদত শ্রেণীতে হয়। শুধু প্রজ্ঞাবান আলমেগণ এ ধরনের বদিআতের ক্ষতিকর দিক উপলব্ধিকরতে পারেন।

যদিও মানুষ ভাল দিক বা ক্ষতিকর দিক বুঝতে না পারে তদুপর্যন্ত তাদের কর্তব্য হচ্ছে— কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা।

যে ব্যক্তি বিশেষ কোনদবিসে বিশেষ রোজা, নামায, ভোজ, সাজ-সজ্জা, বিশেষ খরচ ইত্যাদি আমলের প্রচলন করে তার এ আমলের সাথে অবশ্যই অন্তরের বিশ্বাস জড়িত। অর্থাৎ এ দিন অন্য কোন দিনের চেয়ে উত্তম— এ বিশ্বাস। যদি সে ব্যক্তির অন্তরে অথবা তার অনুসারীর অন্তরে এ বিশ্বাস না থাকত তাহলে এ বিশেষ দিনে বা রাত্রে বিশেষ ইবাদত করার

জন্য অন্তর উদ্যোগী হত না। অথচ যথাযোগ্য দলিল ছাড়া কোন বধিনকে প্রাধান্য দয়া জায়গে নই। স্থান, কাল ও গণজমায়েতে এ তনিটকিই ঈদ বলা হয়। এ তনিট থেকে আরো অনেকে বদিআত উৎসারিত হয়। যমেন- তনি প্রকার সময়রে মধ্যে স্থানকনেদ্রকি ও কর্মকনেদ্রকি কিছু বদিআতী উৎসব অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রকার: যদেনিক মূলতই ইসলামী শরিয়ত শ্রেষ্ঠত্ব দয়েনি। এ দিনরে ব্যাপারে সলফে সালহীনগণরে নকিট কোন আলোচনা নই। এ দিনকে বিশেষত্ব দয়োর মত অনবিার্য কিছু নই। দ্বিতীয় প্রকার: যদে দিনে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটছে; যরূপ ঘটনা অন্য দিনেও ঘটতে পারে। তবে তা এ দিনকে বিশেষ মৌসুম হিসেবে সাব্যস্ত করে না এবং সলফে সালহীন এ দিনকে বিশেষত্ব দতিনে না। সুতরাং যদে ব্যক্তি বিশেষত্ব দবি সযে যনে খ্রিস্টানদরে অনুকরণ করল; যারা ঈসা (আঃ) এর স্মৃতিবিজিড়তি যদে কোন দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করত অথবা ইহুদীদরে অনুকরণ করল। ঈদ পালন- ইসলামী শরিয়তরে একটী বধিন। সুতরাং আল্লাহ যদে বধিন দয়িছেনে সটোই পালন করতে হব; ইসলামরে বাইরে কিছু প্রচলন করা যাবে না। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানগণ কর্তৃক ঈসা (আঃ) এর জন্মদবিস পালনরে অনুকরণে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতিভালবাসা ও সম্মান দখোতে গয়ি কিছু কিছু লোক যা কিছু প্রচলন করছে সলফে সালহীনগণ এসব করেননি। অথচ যদি এটা নকে আমল হতো তাহলে তাঁরা সটো না করার কোন কারণ নই। তৃতীয় প্রকার: ইসলামী শরিয়তে যদে দিনগুলো সম্মানতি ও মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃত যমেন- আশুরার দিন, আরাফার দিন, দুই ঈদরে দিন ইত্যাদি আত্মপ্রবৃত্তির অনুসারীগণ কর্তৃক এ দিনগুলোতে অভিনব কিছু আমল চালু করা হয় এবং এ বিশ্বাস করা হয় যদে, এ আমলগুলো পালন করা মর্যাদাপূর্ণ; অথচ এগুলো মন্দ ও অননুমোদতি। যমেন- রাফজি সম্প্রদায়রে আশুরার দিন পানিপান না করা ও শোক প্রকাশ করা ইত্যাদি। এগুলো নব-উদ্ভাবতি— আল্লাহ এসবরে বধিন জারী করেননি, আল্লাহর রাসূল জারী করেননি, সলফে সালহীনগণ এসব করেননি, এমনকি রাসূলে পরবাররে কটেও করেননি। অপরদিকে শরিয়তরে অনুমোদনরে বাইরে গয়ি প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, প্রতি বছরে ধারাবাহিকভাবে সমবতে হওয়া— পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমার নামাজ, ঈদরে নামায ও হজ্জরে জন্য সমবতে হওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই এটিনবপ্রচলতি বদিআত। এ বিষয়ে মৌলিক কথা হলো—সময় ঘুরলে শরিয়তরে যদে ইবাদতগুলো পুনঃপুনঃ আদায় করতে হয় আল্লাহ তাআলা নজিই বান্দার জন্য সগেলোর বধিন দয়ি দয়িছেনে; সগেলোই বান্দার জন্য যথেষ্ট। এরপর যদি নতুন কোন সমাবেশ চালু করা হয় এটা বধিন আরোপরে ক্ষতেরে আল্লাহর সাথে পালা দয়োর তুল্য। এর ক্ষতকির দকিগুলোর কিছু অংশ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়ছে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষ যদি অনিয়মিতভাবে কোন আমল করে সটো এ পর্যায়ে পড়বে না।[সংক্ষেপে সমাপ্ত] এ আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি বলা যায়: কোন মুসলমানরে জন্য এ দবিসগুলো উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করা জায়গে নয়, যদে দবিসগুলো প্রতিবছর পালন করা হয়, প্রতিবছর ঘুরে আসে। যহেতু এগুলো মুসলমানদরে ঈদ-উৎসবরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; যমেনটি ইতিপূর্বেই আমরা তুলে ধরছি। আর যদি পুনঃপুনঃ পালতি না হয় এবং মুসলমানগণ এ অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মানুষরে কাছে সত্য পৌঁছে দতি পারে তাহলে ইনশাল্লাহ এতে কোন অসুবিধা নই। আল্লাহই ভাল জাননে।